বিধবাবিবাহ

যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫৪ [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট।

সন ১২৯১ সাল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণীসভাসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

বিনয়বহুমানপুরস্কৃতমাবেদনমিদম্

কলিকাতার সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রে, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার, চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক, তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, আমার হৃদয়ে যাহা যাহা উদিত হইয়াছে, অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায়, সভার সভ্য মহোদয়বর্গের গোচরার্থে, তৎসমুদয় যথাক্রমে নিবেদিত হইতেছে।

প্রথম প্রকরণ।

সভার নাম দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, ইদানীং যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে, চারি বর্ণের আচার ব্যবহার বিষয়ে, যেরূপ বিধি ও ব্যবস্থা আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে, চলিয়া থাকেন, অধুনা, এরূপ লোক নয়নগোচর হয় না। এ দেশের হিন্দুসমাজে, আজ কাল, যেরূপ ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহাতে, যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, শাস্ত্রের বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে, বিচার করিয়া বলিতে গেলে, তাঁহা-দিগকেও যথেচ্ছচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, এবং তাদৃশ নির্দ্দেশ অন্যায় বা অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া পরি-গণিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না। সর্ব্বসাধারণ লোককে ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি ও ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী করা যদি সভার অভিমত ধর্ম্মরক্ষা শব্দের অর্থ ও অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। লোকের কাছে যত বলুন না কেন, যত আস্ফালন করুন না কেন, মনে মনে বুঝিয়া দেখিলে, অবধারিত জানিতে পারিবেন, আপনারা নিজে, ঐ সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে, চলিতেছেন না; চেষ্টা করিলেও, চলিতে পারিবেন, তাহাও সম্ভব নহে; এবং, যেরূপ অভ্যাস

হইয়া গিয়াছে, তাহাতে চলিতে ইচ্ছাও হইবেক না। এ অবস্থায়, অন্যকে ঐ সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা পাইলে, তাহাই যে কেবল, কোনও অংশে, ফলদায়ক হইবেক না, এরূপ নহে; আপনারা, নিঃসন্দেহ, ঐরূপ নিষ্ফল চেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ, সর্ব্বসাধারণের উপহাসাস্পদ হইবেন। এমন স্থলে, হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে, অর্থাৎ, আজ কাল কিরূপে চলিলে, লোক আপনাদের নিকট, হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন, অগ্রে তাহার নিরূপণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, প্রচারিত করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

যদি বলেন, সাধুসমাজের প্রধান লোকে যে প্রণালীতে চলিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণ লোককে, সেই প্রণালী অনুসারে, চলিতে শিক্ষা দেওয়া সভার অভিপ্রেত; তাহাতেও অনেক গোলযোগের কথা আছে; কারণ, তাঁহারা সকলেই যে এক প্রণালীতে চলেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিতে হইবেক, যদি, তাঁহাদের মধ্যেই, আচার ও অনুষ্ঠানের পরস্পর ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে, কোন পক্ষের অবলম্বিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সভার অভিমত হিন্দুধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা হইবেক, তাহা নির্দ্ধারিত করা কাহারও সাধ্য নহে।

আপনাদের কার্য্যবিবরণে লিখিত আছে,

> "যশোহর আদিম কাল হইতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ত্রিবিধ বর্ণের প্রধান সমাজ, এবং এ প্রদেশে অনেক বড় বড় ভূম্যধিকারীও আছেন, নলডাঙ্গার রাজপরিবার ধনে মানে কুলে শীলে কাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন"।

দেখুন, ঐ নলডাঙ্গার রাজপরিবারের এক্ষণকার প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ লোকের অনায়াসে এরূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে, যখন ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই উহা হিন্দুধর্ম্ম অনুযায়ী বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম। পাছে, লোকের সেরূপ সংস্কার জন্মে, এই ভয়ে, আপনাদিগকে কত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব, সাধুসমাজের প্রধান লোকের আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সভার অভিমত হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে চলা হইবেক, ইহা বলা যাইতে পারে না। এজন্য আমার প্রার্থনা এই, আপনারা, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, দুইটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করুন। এক ফর্দ্দে, যে সকল কর্ম্ম সভার অভিমত হিন্দুধর্ম্ম অনুযায়ী, সে সমুদয়ের, অপর ফর্দ্দে, যে সকল কর্ম্ম সভার অভিমত হিন্দুধর্ম্ম অনুযায়ী নহে, সে সমুদয়ের, সবিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবেক। যাঁহারা যে ফর্দ্দ অনুসারে চলিবেন, তাঁহারা, আপনাদের বিচারে, তদনুরূপ ফলভোগ করিবেন। তখন, আপনারাও, নির্ব্বিরোধে,

"ধর্ম্মসংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মের উপর কেহ আঘাত করিলে, সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা, সভার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

এই প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

"বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে, হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে কিনা এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ত্ত গীষ্পতি সদৃশ নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতপ্রবর জগন্মান্য শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও কোঁড়কদিনিবাসী অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, পর্য্যায ক্রমে, শাস্ত্র ও যুক্তি বিমিশ্রিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাগত পণ্ডিতমণ্ডলী ও শ্রোতৃবর্গ তাহা এক মনে এক বাক্যে অনুমোদন করত আনন্দধ্বনি সূচক বারংবার হরিধ্বনি প্রকাশ করিয়া সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন"।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা, সমাচার-চন্দ্রিকাপত্রে, প্রকাশিত হইয়াছে। আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতাটিও, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, প্রকাশিত হয়। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, বিদ্যারত্ন মহাশয়, চতুরতা ও বিষয়বুদ্ধি, এ উভয়ে এক প্রকার বর্জ্জিত। কিন্তু, তর্কপঞ্চানন মহাশয়, বিলক্ষণ চতুর ও অসাধারণ বিষয়-বুদ্ধিশালী বলিয়া, সর্ব্বত্র সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সুতরাং, তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বক্তৃতা, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃতা অপেক্ষা, অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও অধিকতর ফলোপ-ধায়ক হইবেক, তাহার সংশয় নাই। অতএব, ঐ বক্তৃ-তাটি অপ্রকাশিত থাকা, আমাদের সামান্য বিবেচনায়, উচিত ও পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে না।

তৃতীয় প্রকরণ।

"সভাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন দিবসে পণ্ডিতগণ যখন অন্যূন পঞ্চ সহস্র লোকের সমক্ষে শাস্ত্র সমুদ্র তর্কদণ্ড দ্বারা মন্থন করত কমনীয় বক্তৃতা রূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা বিধৌত করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম্ম, শাস্ত্রার্থপিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রতিপন্ন করেন" ইত্যাদি।

এস্থলে, প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, যে কমনীয় বক্তৃতারূপ অমৃত সেচন দ্বারা, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম্ম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, আপনারা, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, সেই অমৃতময়ী বক্তৃতাগুলি, অবিকল প্রকাশিত করেন। তাহা হইলে, জনসমাজের, যার পর নাই, উপকার করা হইবেক। কারণ, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, দূরতরপ্রদেশস্থ শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে কিছু সন্দেহ আছে, তৎসমুদয়, ঐ সকল বক্তৃতার বলে, এক বারে বিধৌত হইয়া যাইবেক।

চতুর্থ প্রকরণ।

"যাহাতে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের মনে কোন ক্ষোভ না জন্মে, এজন্য সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে, অর্থাৎ ১০ই শ্রাবণ তারিখে, সভা, এতন্নগরের প্রকাশ্য স্থান সমূহে এই মর্ম্মে একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসংগত নহে, তৎসম্বন্ধে যদি কাহারও বাদ প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি সভাস্থ হইয়া অবাধে স্বীয় মত সমর্থন করিতে পারেন"।

আপনাদের কার্য্যবিবরণের এই অংশটি দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বোধ করিবেন, আপনারা, বিনা পক্ষপাতে, বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য, মুক্তকণ্ঠে, আপনাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিবেন। কিন্তু, কার্য্য দ্বারা যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না, বিনা পক্ষপাতে, এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করা, ক্ষণকালের জন্যেও, আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, এরূপ প্রতীতি হয় না। সেরূপ অভিপ্রায় থাকিলে, আপনারা নলডাঙ্গার রাজার নিমন্ত্রণ রহিত করিতেন না। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার সমক্ষে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; তাহা হইলে, কাহারও কিছু বলিবার পথ থাকিত না। তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করাতে, লোকে আপনাদের উপর নানাপ্রকার দোষারোপ করিতেছেন।

অনেকে এরূপও নির্দ্দেশ করিতেছেন, আপনারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে, 'যদি আপনি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে, আপনকার আসিবার আবশ্যকতা নাই', এই মর্ম্মের চিরকুট পাঠাইয়াছিলেন। যদি এই নির্দ্দেশ অমূলক না হয়, তাহা হইলে, আপনারা যার পর নাই অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। ঈদৃশ আচরণ সভার কার্য্যবিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। কার্য্যবিবরণে দৃষ্ট হইতেছে, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদিগের মনে কোনও ক্ষোভ না জন্মে, এজন্য, যাঁহার ইচ্ছা হইবেক, তিনি সভাস্থ হইয়া, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে, স্বচ্ছন্দে বাদ প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এ দিকে, যদি আপনি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে, আপনার আসিবার আবশ্যকতা নাই; এই মর্ম্মের চিরকুট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পত্রের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। যদি বাস্তবিক আপনারা এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনাদিগকেও ধিক্, আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভাকেও ধিক্, এবং 'ধর্ম্মসংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য', এই উদ্দেশ্যনির্দ্দেশবাক্যকেও ধিক্। দেশের ধর্ম্মরক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিয়া, অভিপ্রেত সাধনের জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণ যথার্থ ধার্ম্মিকের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

যাঁহার নাম ধর্ম্ম, তিনি, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশেই, স্বীয় উপাসকদিগের আচরণদোষে, নিতান্ত হতমান ও ওষ্ঠগতপ্রাণ হইয়া, অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রকরণ।

ধর্ম্মসভার অনুমত্যনুসারে, সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জনমেজয় ঘটক মহোদয়, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, যে কৌতুককরী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আপনারা, দেশের ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, তাহা প্রচারিত করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসংগত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, ঘটক মহোদয় যে বৃথা যত্ন ও ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া, তদীয় আত্মীয়গণের পক্ষে, তাদৃশ দোষের কথা নহে। কিন্তু, আপনারা, কোন বিবেচনায়, ঐ বক্তৃতা, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। অথবা, উহা প্রচারিত করিয়া, আপনারা জনসমাজের যথেষ্ট ইষ্টসাধন করিয়াছেন। বক্তৃতাটি, যার পর নাই, হাস্যরসোদ্দীপক; পাঠকালে, অবিশ্রান্ত হাস্য করিতে করিতে, শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ, এবংবিধ হাস্যরসোদ্দীপক পদার্থ, পূর্ব্বে আর কখনও, পুস্তকাকারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মশাস্ত্রসংক্রান্ত এতাদৃশ দুরূহ বিষয়ের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা, ঘটক মহোদয়ের পক্ষে, যৎপরোনাস্তি অসংসাহসিকের কার্য্য হইয়াছে। ইহাকেই 'আদা ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লওয়া' বলে।

ঘটক মহোদয় বিজ্ঞাপনস্থলে লিখিয়াছেন, "যে সময়

ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম তৎকালীন কয়েক জন মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতমহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মৎকৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করেন"। পণ্ডিতমহোদয়গণ, ঘটকমহোদয়ের কৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া, অনুমোদন করিয়াছেন, ইহা, ঘটকমহোদয়ের পক্ষে, যার পর নাই শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, পণ্ডিতমহোদয়গণ কিরূপ মহামহোপাধ্যায়, ও কিরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, এই অনুমোদন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিতমহোদয়গণের উত্তরোত্তর যদ্রূপ প্রীতিকর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা, সকল অনর্থের মুল অর্থের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়াই, ঘটকমহোদয়ের কৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। মহামহোপাধ্যায় মহোদয়েরা কিরূপ প্রকৃতির লোক, ষষ্ঠ প্রকরণে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইবেক।

যাহা হউক, এই বক্তৃতার আশ্রয় লইয়া, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসংগত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বসাধারণের উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র। ইহাকেই, 'ছাগ দ্বারা যবমর্দ্দনচেষ্টা,' অথবা, 'সারমেয়পুচ্ছ ধরিয়া সাগরপারপ্রয়াস,' বলে। ফল্কথা এই, ঘটক মহাশয়ের আস্পর্দ্ধার একশেষ ও আপনাদের অবিমৃষ্য-কারিতার পরা কাষ্ঠা দর্শনে, সর্ব্বসাধারণে, সাতিশয়, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

নলডাঙ্গার সমাজপতি শ্রীযুত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় কতিপয় বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, সভ্য মহোদয়েরা, বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক, বঙ্গের শিরোরত্ন-স্বরূপ প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহোদয়দিগকে একত্রীভূত করিয়াছিলেন। বঙ্গের সেই শিরোরত্ন মহোদয়েরা, সভ্য মহোদয়বর্গের সন্তোষার্থে, তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সভার কার্য্যবিবরণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে, ঐ ব্যবস্থাপত্রে একবিংশতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষর আছে। কিন্তু, স্বাক্ষরকারী পণ্ডিত মহোদয়েরা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা, স্বাক্ষরিত ব্যবস্থার প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন নাই। সুতরাং, কেবল তাঁহাদের স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করিয়া, ব্যবস্থার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবেক। কিন্তু, পূজনীয় পণ্ডিত মহোদয়দিগের যেরূপ মান সম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেহই তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের চালি চলন দেখিয়া, লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; অর্থলাভ হইলে, অথবা অর্থলাভের প্রত্যাশা থাকিলে, ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহারা, যার পর নাই, যথেচ্ছচার করিয়া

থাকেন। এমন স্থলে, প্রামাণ্য প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবল তাঁহাদের স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ তদীয় ব্যবস্থায় আস্থা করিবেন, সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

আমি, আক্রোশ বা বিদ্বেষ বশতঃ, এ দেশের পূজনীয় পণ্ডিতবর্গের উপর, অন্যায় বা অসদৃশ দোষারোপ করিতেছি, এরূপ ভাবিবেন না। দেখুন, কিছু কাল পূর্ব্বে, প্রত্যেক জিলায়, যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবার জন্য, এক এক জন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা, সচরাচর, আদালতের জজ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই পণ্ডিতচূড়ামণি, বেতনভোগী ধর্ম্মাবতারেরা অত্যন্ত উৎকোচগ্রাহী অর্থাৎ ঘুসখোর ছিলেন, এবং ব্যবস্থাদান বিষয়ে, যার পর নাই, যথেচ্ছচার করিতেন, শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিকে, ভুলিয়াও, দৃষ্টিপাত করিতেন না। বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই, ধর্ম্মাবতার পণ্ডিত মহারাজের আনুগত্য করিতে আরম্ভ করিতেন। উভয়ের মধ্যে যে পক্ষ, উৎকোচের আধিক্য ও তদীয় আত্মীয়গণের অনুরোধ দ্বারা, তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিতেন, সেই পক্ষের অভিমত ব্যবস্থাই তদীয় ধর্ম্মলেখনী হইতে বহির্গত হইত। পণ্ডিতগণের ঈদৃশ যথেচ্ছচার দর্শনে, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, রাজপুরুষেরা আদালতের জজ পণ্ডিতের পদ একবারে রহিত করিয়া দিয়াছেন।

আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্রে একবিংশতি দিগ্গজ পণ্ডিত নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। তন্মধ্যে, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ

বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের, সুতরাং সমস্ত গৌড় দেশের, সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া পরিগণিত। শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের, সুতরাং সমস্ত গৌড় দেশের, সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত। বিল্বপুষ্করিণীনিবাসী শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ও কোঁড়কদিনিবাসী শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চানন, ইঁহারাও এ দেশের অতি প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত। আমি এই চারি জনের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি; এজন্য, অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারি, ইঁহারা চারি জনে এক্ষণে এ দেশে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত। অবশিষ্ট সতর জনের মধ্যে, কে কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী, এবং বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা অনুসারে, কে কোন শ্রেণীর পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহি। এজন্য, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রথম নির্দ্দিষ্ট চারি মহামহোপাধ্যায়ের বিষয়ে, স্বীয় বক্তব্য নিবেদিতেছি।

শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চানন, এই তিন জন, অতি প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত; অর্থাৎ, ইঁহারা রীতিমত ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন, এবং, ন্যায় শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক বলিয়া, সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইঁহারা স্মার্ত্ত নহেন, অর্থাৎ, রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; সুতরাং, স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে বিষয়ে যাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সে বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিবার

অধিকার নাই। সুতরাং, নৈয়ায়িক হইয়া, স্মৃতিশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে, মত প্রকাশ করিতে গেলে, কর্ম্মকারের কুম্ভকারবৃত্তি অবলম্বনের ন্যায়, অর্থাৎ, কামার হইয়া কুমারের কর্ম্মে হাত দেওয়ার মত, কেবল অনধিকারচর্চ্চা ও স্বীয় অবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান মাত্র করা হয়। এজন্য, এই তিন জনে যে আপনাদের অভিমত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের অনধিকারচর্চ্চা ও অবিজ্ঞতার প্রকৃষ্টরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের তিন জনের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের মত শত সহস্র জনে নাম স্বাক্ষর করিলেও, স্মৃতিশাস্ত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া, আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা সর্ব্বত্র আদরণীয় হইবেক, এ আশা নিরবচ্ছিন্ন দুরাশা মাত্র।

এস্থলে আমার প্রার্থনা এই, বঙ্গের শিরোরত্ন এই তিন মহামহোপাধ্যায়ের বিষয়ে যাহা উক্ত হইল, তাহা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, সহসা বিরক্ত হইবেন না। আপনাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, আপনারা কখনও, কোনও নৈয়ায়িকের নিকটে গিয়া, তদর্থে প্রার্থনা করিয়া থাকেন কি না? আমার যত দূর বোধ আছে, তাহাতে, ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, কেহ কখনও নৈয়ায়িকের নিকটে যান না, এবং নৈয়ায়িকেরাও, দৈবাৎ কেহ ব্যবস্থা প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকটস্থ হইলে, বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা, 'আমি ব্যবস্থা

দিতে অক্ষম', এ কথা বলিতেও লজ্জা বোধ করেন, এবং স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বশতঃ, ব্যবস্থা দিতেও সমর্থ নহেন। ফলকথা এই, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্যবস্থাদানে অধিকারী বলিয়া মনে করেন না, এবং যাঁহাদের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাঁহারা ভুলিয়াও নৈয়ায়িকের নিকট তদর্থে উপস্থিত হন না। তবে, সময়ে সময়ে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, আড়াআড়ির স্থলে, গরজ আটকাইলে, স্বপক্ষসমর্থনের জন্য, নৈয়ায়িকেরাও স্মার্ত্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ এই, নৈয়ায়িকেরা বড় পণ্ডিত বলিয়া, সামান্য লোকের বোধ ও বিশ্বাস আছে। সুতরাং, তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন শুনিলে, তাহারা, ব্যবস্থার প্রামাণ্য বিষয়ে, আর সন্দেহ বা আপত্তি করিতে চাহেন না। আপনারাও, নিরবচ্ছিন্ন সেই অভিপ্রায়েই, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি নৈয়ায়িক মহোদয়দিগের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা ব্যবস্থাদানে কত দূর সমর্থ, এবং তাঁহাদের দত্ত ব্যবস্থা কত দূর আদরণীয় ও বিশ্বসনীয় হওয়া উচিত, তাহার উদাহরণ স্বরূপ, একটি কৌতূককর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইতেছে।

"এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ খুড় ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত্ত। এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত বিদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্যে আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটী তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে, তাহাকে পুতিব বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের

ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুতিতে হয় না, তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তিনি সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে, পথিমধ্যে, স্মার্ত্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব। তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুতিতে বলিলেন কেন। স্মার্ত্ত, জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার জন্য, কহিলেন, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। অনন্তর তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এমন ব্যবস্থা দিলেন, পোড়াইবার স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্যায় হইয়াছে। নৈয়ায়িক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই, পুতিতে বলিয়াছি। পুতিয়া রাখিলে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, কিন্তু, যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুতিবার দরকার হইত, তখন কোথায় পাইত” (১)।

শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্মার্ত্ত; সুতরাং, ব্যবস্থা দানে যথার্থ অধিকারী; এবং, তাঁহার স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা প্রামানিক বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু, গুণসাগর বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যবস্থা দান বিষয়ে, পূর্ব্বোল্লিখিত জজ পণ্ডিত মহোদয় দিগের ন্যায়, যার পর নাই যথেচ্ছচারী বলিয়া, লোকালয়ে বিলক্ষণ পরিচিত হইয়াছেন। এজন্য, কেহ তাঁহার ব্যবস্থায় আস্থা করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার বিষয়ে লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তিনি অর্থলালসার এত দূর পর্য্যন্ত বশীভূত, যে অদ্য, কিঞ্চিৎ তৈলবট পাইয়া, যে ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিলেন; কল্য, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক তৈলবট উপস্থিত হইলে, উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থায়, অক্ষুব্ধচিত্তে ও

(১) ব্রজবিলাস। প্রথম পরিশিষ্ট।

অম্লানবদনে, নাম স্বাক্ষর করিবেন। কোনও স্থানে, এক দিন, ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়া, আমি বিশ্বাস করিতে সম্মত হই নাই। ভাবিলাম, যিনি, সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া, সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; অর্থাৎ, সকলে যাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান মীমাংসাকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কখনই এত অসার ও এত অপদার্থ হইতে পারেন না, যে, তুচ্ছ লাভের লোভে, ইহ কালে ও পর কালে এক কালে জলাঞ্জলি দিবেন। এ বিষয়ে আমার ভ্রম দূর করিবার জন্য, কেহ কেহ তদীয় যথেচ্ছচারের উদাহরণ দেখাইতে লাগিলেন। আমি তাহাতে, কোনও মতে, বিশ্বাস করিতে সম্মত হইলাম না।

অবশেষে, তাঁহারা, ময়মনসিংহ জিলার একটি মোকদ্দমার (১) উল্লেখ করিয়া, কহিলেন, 'ধার্ম্মিকচূড়ামণি বিদ্যারত্ন মহোদয়, এই মোকদ্দমায়, এক বিষয়ে, পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ব্যবস্থা দেন।

"শাস্ত্রানুসারে, দত্তক পুত্র ভিন্ন গোত্রের ধনাধিকারী হইতে পারে কি না",

এই প্রশ্নের, ধর্ম্মাবতার বিদ্যারত্ন মহোদয়, এক পক্ষকে, (২)

"শাস্ত্রানুসারে, দত্তক পুত্র ভিন্ন গোত্রের ধনাধিকারী হইতে পারে না",

---

(১) ইঙ্গরেজি ১৮৭৪ সালের ২৩ নম্বরের মোকদ্দমার।

(২) বাদী জয়কিশোরশর্ম্মা চৌধুরী প্রভৃতিকে।

এই ব্যবস্থা ; অপর পক্ষকে, (১)

"শাস্ত্রানুসারে, দত্তক পুত্র ভিন্ন গোত্রের ধনাধিকারী হইতে পারে",

এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই দুই দেবদুর্লভ ব্যবস্থাই আদালতে দাখিল হইয়াছিল, এবং এই মোকদ্দমা কলিকাতার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়াছিল'। ইহা অবগত হইয়া, আর আমার কিছু বলিবার পথ রহিল না। আমি, কিয়ৎ ক্ষণ, অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম ; অনন্তর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। যিনি এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত ; সুতরাং, এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান মীমাংসাকর্ত্তা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ; এবং, সেই হেতু বশতঃ, যাঁহার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে সর্ব্ব লোকের শিরোধার্য্য হইবার কথা ; এবং, আপনাদের সভার কার্য্যবিবরণে, যাঁহার নামে 'গীষ্পতিসদৃশ', 'পণ্ডিতপ্রবর', 'জগন্মান্য', এই সকল অসামান্য বিশেষণ যোজিত হইয়াছে ; যখন সেই মহাপুরুষের এই আচরণ, তখন আর, এ দেশের পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের উপর, কাহারও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা সম্ভব নহে, উচিত নহে, আবশ্যকও নহে।

কিঞ্চ, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, ধর্ম্মশীল সদাশয় বিদ্যারত্ন মহাশয়, সংস্কৃত ভাষায়, যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতাতেও

---

(১) প্রতিবাদী রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতিকে।

তদীয় ব্যবস্থাবিষয়ক অসংগত যথেচ্ছচারের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ঐ বক্তৃতায়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আপনাদের এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, ব্রজবিলাস নামক পুস্তকে, সুস্পষ্ট রূপে, প্রদর্শিত হইয়াছে, বিদ্যারত্ন মহাশয়, আপনাদের সন্তোষার্থে, অর্থাৎ, আপনাদের নিকট হইতে ভালরূপ বিদায় আদায় করিবার অভিসন্ধিতে, বক্তৃতার আরম্ভ ভাগে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, উপসংহার ভাগে যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে বিধবাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া, নির্ব্বিবাদে, প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,

"পঞ্চম প্রশ্ন।

'বাচাদত্তেতি কাশ্যপবচনেন বাগ্দত্তাদীনাং স্ত্রীণাং বিবাহ করণে নিন্দাশ্রবণাৎ তৎপরিণয়নে কেষামপি প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ অতঃ সম্পূর্ণা আপদুপস্থিতা তত্রৈব পরাশরবচনং প্রতিপ্রসববিধায়কম্'।

বাচাদত্তা এই কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহকরণে নিন্দাকীর্ত্তন আছে, এজন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি না হইতে পারে, সুতরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত। পরাশরবচন সেই বিষয়েই বিশেষবিধি হইতেছে।

খুড় মহাশয়ের উপসংহার ভাগের এই অংশটি দেখিয়া, আমার সন্দেহ হইতেছে, যখন আসরে নামিব, তোমাদের হইয়াই নাচিব ও গাইব, এই আশয় দিয়া, নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাদুরের নিকট হইতে, তৈলবট লওয়া হইয়াছে। যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা, কৌশল করিয়া, তাঁতিকুল,

বৈষ্ণবকুল, উভয় রক্ষা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ লিখিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর মন রাখিয়াছেন; আর, উপরি নির্দ্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাদুরের মান রাখিয়াছেন। এক্ষণে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বিধবার বিবাহপক্ষে শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়র সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, অন্য পক্ষে কেবল মৌখিক। কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অকাট্য; বিবাহের বিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয়। পরাশরবচন বাগ্দত্তা কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়াছেন, সে ছেলেখেলা মাত্র; কারণ, এ দিকের চন্দ্র ও দিকে উঠিলেও, পরাশরবচন বাগ্দত্তাবিষয়ক, ইহা কদাচ সাব্যস্ত হইবার নহে। আর, এ দিকে, কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ রহিত করিয়া, পরাশর বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন, এই যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা অকাট্য। নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাদুরকে, প্রথমতঃ, লক্ষ্মীছাড়া ও বকেশ্বর ঠাহরাইয়াছিলাম; এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব তুখড় সিয়ান ছোকরা; বিদ্যারত্ন খুড়কে হাত করিয়া, ভিতরে ভিতরে, কেমন কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন। অথবা, তিনি দেখিতে যেরূপ শিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি, তাহাতে এটি তাঁহার বুদ্ধির খেলা বলিয়া বোধ হয় না। মজুমদার বলিয়া তাঁহার যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তারই ভেঁদড়ামি।

অমায়িক, উদারচিত্ত, শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড় মহাশয় লিখিয়াছেন, কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহে নিন্দাকীর্ত্তন আছে, সুতরাং, কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না; পরাশর সেই বিষয়েই বিশেষ বিধি দিয়াছেন; অর্থাৎ, বাগ্দত্তা প্রভৃতির বর ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারিবেক, পরাশর এই বিধি দিয়াছেন। খুড় মহাশয়ের উল্লিখিত কাশ্যপবচন এই,

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।

ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ (১) ॥

বাচাদত্তা অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভব কন্যা বর্জ্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্তা কন্যা, বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায়, কুল দগ্ধ করে।

খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, এই কাশ্যপবচনে যাহাদের বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাশর, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, তাহাদের বিবাহের বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচাদত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিং পরিগতা, পুনর্ভূপ্রভবা, এই সাত প্রকার কন্যার বিবাহ বিধিসিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই তিন কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। এই তিন কন্যার পতি মৃত, পতিত, প্রব্রজিত প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, পরাশরের বিশেষ-বিধির বলে, তাহাদের বিবাহ হইতে পারিতেছে। সুতরাং, বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থার সহিত, খুড় মহাশয়ের মীমাংসার, আর কোনও অংশে, অণুমাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না। এক্ষণে সকলে দেখুন, খুড় মহাশয় কেমন চালাকি খেলিয়াছেন, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর দিব্য চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, নলডাঙ্গার তৈলবটের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন কি না।

যে আহামক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ খুড়দের বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করেন, তাঁর বাপ নির্ব্বংশ” (২)।

---

(১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত। (২) ব্রজবিলাস। চতুর্থ উল্লাস।

দেখুন, দুর্দান্ত অর্থলালসার নিতান্ত বশীভূত হইয়া, নিস্পৃহ, নিরীহ, ধর্ম্মশীল বিদ্যারত্ন মহোদয়, আপনাদের সঙ্গে, কেমন সুমিষ্ট চাতুরী খেলিয়াছেন।

আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থাটি চারিটি অবয়বে সংঘটিত। তন্মধ্যে প্রথম অবয়বটি এই,—

"বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি।"

বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নামস্বাক্ষর। ইনি কে? উপরিভাগে যে 'গীষ্পতিসদৃশ' 'পণ্ডিতপ্রবর', 'জগন্মান্য' মহাপুরুষের অলৌকিক গুণের প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইল, তিনিই ইনি।

এস্থলে বক্তব্য এই, এইরূপ জগন্মান্য মহামহোপাধ্যায় মহাপুরুষদিগের নাম স্বাক্ষর দেখাইয়া, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, ইহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন, আপনাদের সে আশা, কস্মিন্ কালেও, কিঞ্চিৎ অংশেও, ফলবতী হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হইলে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া, অনেকেরই বিশ্বাস জন্মে। তৎপরে, কি বিষয়ী কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেক প্রধান প্রধান লোক, বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, অশেষবিধ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক, এক এক পুস্তক প্রচারিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, উত্থাপিত আপত্তিসমূহের খণ্ডন করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত করেন।

শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের পক্ষে, অথবা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে, যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, তৎসমুদয়, সকল লোকের চক্ষুর উপর, দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ফলকথা এই, ঐ সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর দর্শনে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া, অনেক লোকেরই বোধ হইয়াছে ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে; এবং, যাঁহারা, যথার্থ বুভুৎসু ভাবে, নিবিষ্ট চিত্তে, ঐ সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর পাঠ করিবেন, তাঁহাদেরও সেরূপ বোধ হইবেক, ও সেরূপ বিশ্বাস জন্মিবেক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এমন স্থলে—

"বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি।"
বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

এই ব্যবস্থা ও ধার্ম্মিকচূড়ামণি পণ্ডিত মহোদয়দিগের শুষ্ক স্বাক্ষর মাত্র দেখাইয়া, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

এক্ষণে ব্যবস্থার দ্বিতীয় অবয়বটি আলোচিত হইতেছে।

"অতএব বিবাহচ্ছলাদুপপতিকরণেন বিধবায়াঃ পাতিত্যপ্রয়োজকাতিশয়পাপং ভবত্যেবেতি।"
অতএব বিবাহের ছলে উপপতি করাতে, বিধবার পাতিত্যপ্রয়োজক উৎকট পাপ অবশ্য হইবেক।

অর্থাৎ, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে; অতএব, বিধবা স্ত্রী যদি বিবাহ করে, তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবেক না; এবং, যাহার সহিত বিবাহ হইবেক, সে ব্যক্তি, ঐ বিধবার পতি শব্দে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া, উপপতি

বলিয়া গণ্য হইবেক। সুতরাং, বিধবার বিবাহ ও বিধবার উপপতি করা, উভয়ই এক পদার্থ হইতেছে। অতএব, যদি কোনও বিধবা বিবাহ করে; তাহার উপপতিকরণ জন্য উৎকট পাপ জন্মিবেক।

ব্যবস্থার এই অদ্ভুত অবয়ব দ্বারা, ইহাই নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই ব্যবস্থায় যে একবিংশতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহারাজের নাম স্বাক্ষর আছে, স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহাদের কিছুমাত্র বোধ ও অধিকার নাই; তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ও উচিত অনুচিত বিবেচনায় একবারে বর্জ্জিত; বিদায়ের লোভে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, এই বিচিত্র ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আমি, শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের মত, 'গীষ্পতিসদৃশ', 'পণ্ডিতপ্রবর', ও 'জগন্মান্য' নহি; শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মত, 'নবদ্বীপচন্দ্র', 'সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী', ও 'পণ্ডিতাগ্রগণ্য' নহি; শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চাননের মত, 'অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন', 'পণ্ডিতাগ্রগণ্য', ও 'মহামান্য' নহি। তথাপি, আমার যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ বিবেকশক্তি আছে, তদনুসারে, আপনাদের ও সর্ব্বসাধারণের বিবেচনার জন্যে, দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

১

" অথাধিবেদনম্। তদুক্তমৈতরেয়ব্রাহ্মণে

একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি

নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ

ইতি। সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে।

অতএব

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে” (১)।

অতঃপব অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহেব বিষয় আলোচিত হইতেছে। এ বিষয়ে ঐতবেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইযাছে,

এক পুরুষেব বহু পত্নী হইযা থাকে;
এক স্ত্রীব ‘সহ’ অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় না।

সহ শব্দ দ্বারা, স্ত্রীলোকেব ক্রমে অন্য পতি হইযা থাকে, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। এজন্যই,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসাবধর্ম্ম পবিত্যাগ কবিলে, ক্লীব স্থিব হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগেব পুনর্ব্বাব বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

এই বচন দ্বাবা, মনু স্ত্রীদিগেরও অন্য পতিব বিধি দিয়াছেন।

মিত্রমিশ্রের এই লিখনের, ও তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের, অর্থ ও তাৎপর্য্য কি?

২

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥

---

(১) বীরমিত্রোদয়।

অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে (১)॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর; তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী, যদি সন্তান হইয়া থাকে, চারি বৎসর; নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও, যদি, জীবিত আছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক, কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত কালনিয়ম; প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব, এই কয় স্থলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দোষাবহ নহে।

নারদসংহিতার এই অংশের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র বিবেকশক্তি আছে, তিনি, উপরি উদ্ধৃত স্থলদ্বয় দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বিধবাবিবাহকে বিধবার উপপতিকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, কোনও মতে, সদ্বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই।

অপিচ, ধর্ম্মশীল, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিরাজ পণ্ডিতমহারাজদিগের ধর্ম্মলেখনী হইতে, বিধবাবিবাহ বিধবার উপপতিকরণ বলিয়া, যে কর্ণসুখকর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মীমাংসাবাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া শিরোধার্য্য

---

(১) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

করিয়া লইলেও, বিধবাবিবাহ নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদের মীমাংসা অনুসারে, বিধবার উপপতিকরণ দ্বিবিধ হইতেছে। প্রথম, সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথার অনুযায়ী চিরপ্রচলিত উপপতিকরণ; দ্বিতীয়, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত প্রথার অনুযায়ী অচিরপ্রচলিত উপপতিকরণ। এ উভয়ের দোষের ন্যূনাধিক্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, যাঁহাদের কিছুমাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাঁহারা বিধবাবিবাহে সম্মতি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। সাধুসমাজের অবলম্বিত প্রথা অনুসারে উপপতি করিলে, বিধবা কেবল উপপতিকরণ জন্য পাপে লিপ্ত হইতেছে, এরূপ নহে; উপপতিকরণের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক ভ্রূণহত্যানিবন্ধন মহাপাতকেও লিপ্ত হইতেছে। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত প্রথা অনুসারে উপপতি করিলে, বিধবাকে ভ্রূণহত্যানিবন্ধন মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হইতেছে না। সাধুসমাজের অবলম্বিত প্রথার অনুযায়ী উপপতিকরণে, সর্ব্বনিকৃষ্ট নীচ জাতি পর্য্যন্ত বিধবার উপপতি হইতেছে; বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত প্রথার অনুযায়ী উপপতিকরণে, স্বজাতীয় ভিন্ন অন্যজাতীয় পুরুষ বিধবার উপপতি হইতে পারিতেছে না।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হইলে, আপামর সাধারণ সর্ব্ববিধ লোকের মধ্যে, বিধবার বিবাহ লইয়া, যাদৃশ অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অনেকের স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে।

ঐ সময়ে, এক দিন, হুগলি জিলার অন্তঃপাতী এক গ্রামে, পঞ্চায়ত উপলক্ষে, হুলিয়া বেহারাদিগের এক জাঁকাল মজলিস হইয়াছিল। পঞ্চায়তের কার্য্য শেষ হইবামাত্র, তাহাদের মধ্যে, বিধবাবিবাহের বিচার উপস্থিত হইল। নিজ নিজ বুদ্ধি ও নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে, কেহ ভাল, কেহ মন্দ, বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন ও নিবিষ্ট চিত্তে সমুদয় শ্রবণ পূর্ব্বক, সকলের মতামত অবগত হইয়া কহিল, 'আমি বলি, বিধবার বিবাহ যদি হইয়া উঠে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়; কারণ, জাতির মেয়ে জাতিতে থাকিবে ত; নতুবা, বামুন কায়েতের মেয়েদের মত, মেয়েগুলা পাঁচজাতিয়া হয়ে যাবে, সে কি ভাল'।

কোনও প্রামাণিক লোকের মুখে, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, হুলিয়া বেহারার মুখ হইতে, এরূপ সদ্বিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্তবাক্য নিঃসৃত হইল, এই ভাবিয়া, আমি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষণেই, এ দেশের বিজ্ঞ মহোদয় বর্গের গর্ব্বে নির্ব্বোধ, নিরক্ষর, নীচ জাতির বুদ্ধি ও বিবেচনাও নাই, এই ভাবিয়া, যার পর নাই ঘৃণা ও লজ্জা জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সাধুসমাজের অবলম্বিত প্রথার অনুযায়ী চিরপ্রচলিত উপপতিকরণ অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত প্রথার অনুযায়ী অচিরপ্রচলিত উপপতিকরণে দোষের মাত্রা অনেক অল্প বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে, বিনয়নম্র বচনে, আমার জিজ্ঞাস্য এই, আপনারা এই নিরতিশয় প্রশংসনীয় চিরস্মরণীয় ব্যবস্থারত্নের দ্বিতীয় অবয়বের কিরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন ? অর্থাৎ, বিবাহস্থলে উপপতি করিলেই, বিধবার পাপ জন্মে ; অথবা, চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে উপপতি করিলেও, পাপ জন্মিয়া থাকে। অনেকের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, আপনাদের মতে, বিবাহস্থলে উপপতি করাই দোষাবহ ও পাপজনক। নলডাঙ্গার রাজার উদ্যোগে, কতিপয় বিধবার বিবাহ হইয়াছে ; অর্থাৎ, তিনি কতিপয় বিধবার উপপতি সংঘটন করিয়া দিয়াছেন। আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট আছে, বিবাহস্থলে উপপতি করা পাপজনক ; তদ্দৃষ্টে আপনারা, এই পাপজনক কর্ম্মে লিপ্ত লোকদিগের দণ্ডবিধানার্থে, এত উদ্যোগ ও এত আড়ম্বর করিতেছেন, এবং, কার্য্যবিবরণে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদর্থে অর্থব্যয় করিতেও কাতর হইতেছেন না। চারি বৎসর অতীত হইল, আপনাদের ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। যদি সর্ব্বপ্রকার উপপতি করাই, আপনাদের মতে, তুল্যরূপ দোষাবহ ও পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত ; তাহা হইলে, বিবাহস্থলে উপপতিকরণের পক্ষে, আপনারা যদ্রূপ খড়্গহস্ত হইয়াছেন, অন্যবিধ উপপতিকরণের পক্ষেও, তদ্রূপ হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, এ বিষয়ে, আপনাদের সভার কোনও বৎসরের কোনও অধিবেশনে, ঘুণাক্ষরেও, কখনও কোনও উল্লেখ হইয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন

পাওয়া যায় না। যদি অযথা নির্দ্দেশ অধর্ম্মকর বলিয়া বোধ থাকে, তাহা হইলে, আপনারা কখনই, সাহস করিয়া, এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না যে, ধর্ম্মক্ষেত্র যশোহর প্রদেশে, কস্মিন্ কালেও, কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করেন নাই, এবং কস্মিন্ কালেও, কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করিয়াছেন বলিয়া, কখনও আপনাদের কর্ণগোচর হয় নাই। যদি আপনারা, ধর্ম্মভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, নিতান্ত নির্বি-বেকের ন্যায়, তাদৃশ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, বাহ্যজ্ঞানশূন্য বাতুলেরাও তাহাতে বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেক না।

পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, যদিও বিধবার বিবাহকে বিধবার উপপতিকরণ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়; তথাপি, চিরপ্রচলিত উপপতিকরণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, তাহাতে দোষের মাত্রা অপেক্ষা-কৃত অনেক অল্প। অতএব, যখন গুরুতর দোষাবহ ও অধিকতর পাপজনক উপপতিকরণ, আপনাদের নিকট, সম্পূর্ণ ক্ষমা ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইতেছে, তখন অপেক্ষা-কৃত অল্পদোষাবহ ও অল্পপাপজনক উপপতিকরণের পক্ষে, এরূপ খড়্গহস্ত হওয়া, কোনও মতেই, বুদ্ধি, বিবেচনা, ভদ্রতা, অথবা ন্যায়পরতার কার্য্য হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না।

যদি বলেন, তোমরা আমাদের কথায় বিশ্বাস কর, আর না কর, সে তোমাদের ইচ্ছা; কিন্তু, আমাদের বোধ ও বিশ্বাস এই, যশোহর প্রদেশ যথার্থ ধর্ম্মক্ষেত্র; এ

প্রদেশে, কখনও কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করেন নাই। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, আপনাদের যে তাদৃশ বোধ ও বিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে বিশ্বাস করিতে আমরা, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, অনিচ্ছু বা অসম্মত নহি। কিন্তু, ধর্ম্মক্ষেত্র যশোহর প্রদেশে, কখনও কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করেন নাই, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে, প্রাণান্তেও, প্রবৃত্তি হইবেক না।

সে যাহা হউক, যেরূপ, আপনারা, দেশের ধর্ম্মরক্ষার জন্য, যশোহরধর্ম্মরক্ষিণী নামে ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সেইরূপ, যদি আমরা, উপপতিকরণের নিরাকরণ জন্য, 'যশোহর উপপতিকরণনিরাকরণী' নামে, 'উপপতিসভা' স্থাপিত করি, এবং উপপতিসভার আহ্নিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও সাংবৎসরিক অধিবেশনে, ধর্ম্মক্ষেত্র যশোহর প্রদেশের উপপতিকরণ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, সময়ে সময়ে, আপনাদের গোচর করি; এবং, যখন যাহা গোচর করিব, অসংশয়িত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা, তাহার যথার্থতা, নিঃসংশয়িত রূপে, প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হই; তাহা হইলে, আপনারা, বিবাহচ্ছলে উপপতিকরণের পক্ষে, যেরূপ বিচার করিতে বসিয়াছেন, সাধুসমাজের অনুমোদিত, চিরপ্রচলিত উপপতিকরণের পক্ষেও, বিনা পক্ষপাতে, সেইরূপ বিচার করিতে সম্মত আছেন কি না। যদি সম্মত না থাকেন, তখন, আপনাদের মতে, কেবল বিবাহচ্ছলে উপপতিকরণই দোষাবহ ও পাপজনক, অন্যবিধ উপপতিকরণকে

আপনারা, কোনও অংশে, দোষাবহ ও পাপজনক জ্ঞান করেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, যদি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে, আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার উপর, কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

সপ্তম প্রকরণ।

কিছু দিন পূর্ব্বে, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, এ দেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, ইঁহারাও, ঐ সময়ে, অতিপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বস্তুতঃ, ইঁহাদের সময়ে, ইঁহারা, ধর্ম্মশাস্ত্রের অতি প্রধান মীমাংসাকর্ত্তা বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, এই নিবেদনপত্রের উপসংহার করিতেছি।

ব্যবস্থা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক
মহাশয়গণ সমীপেষু

প্রশ্ন। নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্ম-

চর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে, ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না এবিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তরং। মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যসহমরণপুনর্ভবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্ম্মতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যসহমরণরূপাত্যকল্পদ্বয়েঽসমর্থায়া অক্ষতযোন্যাঃ শূদ্রজাতীয়মৃতভর্ত্তৃকবালায়াঃ পাত্রান্তরেণ সহ পুনর্ব্বিবাহঃ পুনর্ভবণরূপবিধবাধর্ম্মত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয়ভর্ত্তৃভার্য্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদাং বিদাম্মতম্।

অনুবাদ।

উত্তর।—মনুপ্রভৃতির শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগের পর, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, ও পুনর্ব্বিবাহ, বিধবাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে। সুতরাং, যে শূদ্রজাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ রূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ; এবং যথাবিধানে বিবাহসংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া গণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের এই মত।

অত্র প্রমাণম্। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি শুদ্ধিতত্ত্বাদিধৃতবিষ্ণুবচনম্। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ইতি সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি চ মনুবচনং। সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতীতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানম্। নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ। ন

বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনরিতি বচনন্তু দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনাৎ নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপরং ন সামান্যতো বিধবাবিবাহনিষেধকমন্যথা পুনর্ভবণপ্রতিপাদকবচনয়োর্নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তিরিতি দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চেত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবৃহন্নারদীয়বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে ইতি তদ্ধৃতাদিত্যপুরাণীয়বচনঞ্চ সময়ধর্ম্মপ্রতিপাদকতয়া ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকং। সত্যামপ্যত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেঽক্ষতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ দেববেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ। দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য বৈ ইতি মদনপারিজাতধৃতবচনেন সহ তযোরেকবাক্যত্বেঽক্ষতযোন্যা বালায়াঃ পুনর্ব্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধুং শক্নুতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্যা বিবাহনিষেধকতয়া ব্যতিরেকমুখেনাক্ষতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহমেব দ্যোতয়ত ইতি।

জগন্নাথঃ শরণম্‌।
শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণাম্‌।

রামচন্দ্রঃ শরণং।
শ্রীমুক্তারামশর্ম্মণাম্‌।

শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি।
শ্রীভবশঙ্করশর্ম্মণাম্‌।

শ্রীহবিঃ শরণং।
শ্রীঠাকুরদাসশর্ম্মণাম্‌।

শ্রীরামঃ শরণম্‌।
শ্রীরামতনুদেবশর্ম্মণাম্‌।

কাশীনাথঃ শরণং।
শ্রীমধুসূদনশর্ম্মণাম্‌।

শ্রীবামঃ
শ্রীঠাকুরদাসদেবশর্ম্মণাম্‌।
শ্রীহরিনারায়ণদেবশর্ম্মণাম্‌।

শ্রীশঙ্করো জয়তি।
শ্রীহরনাথশর্ম্মণাম্‌।

আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা অনুসারে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে; কিন্তু, এই ব্যবস্থায়, বিধবাবিবাহ, অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ, বলিয়া, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা অনুসারে, বিবাহিতা বিধবা বিবাহকর্ত্তার উপপত্নী বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু, এই ব্যবস্থায়, বিবাহিতা বিধবা বিবাহকর্ত্তার পত্নী বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নহে; কিন্তু, এই ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সম্যক্ সমর্থিত হইয়াছে। আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থায়, কেবল এক জন প্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্তের স্বাক্ষর আছে; কিন্তু, এই ব্যবস্থায় চারি জন প্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্তের স্বাক্ষর দৃষ্ট হইতেছে। তৎকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রধান ধনী আশুতোষ দেবের বাটীতে, এই ব্যবস্থা উপলক্ষে, সমবেত বহু লোক সমক্ষে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে, আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সহিত, এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারী ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের বিচার হইয়াছিল। আমরা সবিশেষ অবগত আছি, শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, এই বিচারে, বিলক্ষণ অপদস্থ ও পরাস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, এই বিচারে, সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া, এক যোড়া শাল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা অপেক্ষা, অনেক অংশে দুর্ব্বল; সুতরাং, এই ব্যবস্থা, আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা অপেক্ষা,

অনেক অংশে প্রবল হইতেছে। এমন স্থলে, যাঁহারা এই প্রবল ব্যবস্থা অনুসারে চলিবেন, আপনাদের সংগৃহীত দুর্ব্বল ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়া, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপগ্রস্ত স্থির করা যুক্তিসংগত ও ন্যায়মার্গানুযায়ী হইতেছে কি না, তাহা সরল চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখা, আপনাদের পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে, সরল ভাবে সেরূপ আলোচনা করিয়া দেখা, আর না দেখা, আপনাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

সন ১২৯১ সাল।
১লা কার্ত্তিক।

বিনয়াবনতস্য
কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS 62 AMHERST STREET
1884.